2594

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 01 OCT 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড

অবশেষে মেধার স্বীকৃতি পাওয়া গেল তবে গোপনে নিজ গণ্ডিতে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

অবশেষে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ওদের মেধার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। তবে অনেকটা গোপনীয়ভাবে, অবহেলায়। মেধাবীরা কে, কোথায় স্থান পেল তা নিজ গণ্ডির বাইরে অন্য কেউ জানতে পারেনি। কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়নি বোর্ডের পক্ষ থেকে। তবে ভুক্তভোগী ৫৪ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে মেধা তালিকায় উঠে আসা ৩৮ জনকে স্কুলের মাধ্যমে জানানো হয়েছে তাদের কৃতিত্বের খবর। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

জানা যায়, ৫৪ হাজার পরীক্ষার্থীর সংশোধিত ফল প্রকাশের আগেই ঢাকা বিভাগের অধিকাংশ কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। সরকার ঘোষিত নম্বরের ভিত্তিতে কলেজে ভর্তির পর এসব পরীক্ষার্থীর মোট নম্বরের সাথে ১০ থেকে ১২ নম্বর যোগ হয়। এই নম্বরের অভাবে ভুক্তভোগী ৫৪ হাজারের অধিকাংশই ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। ভর্তির পর বেশি নম্বর পাওয়া এখন তাদের কাছে বিড়ম্বনা।

এ ব্যাপারে ভর্তি প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত কয়েকজন শিক্ষক জানান, নতুন পদ্ধতিতে ভাল কলেজগুলোর নির্ধারিত আসনে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ দশ নম্বরের ব্যবধান ছিল। এমনও দেখা গেছে যে, সীমিত আসন থাকলেও একই নম্বরপ্রাপ্ত ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা একাধিক। তাঁরা বলেন, সংশোধিত ফলে যেসব ছাত্র ১০ থেকে ১২ নম্বর বেশি পাচ্ছে অবশ্যই ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারত।

এদিকে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের ৪০টি মেধাতালিকায় সর্বমোট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ২শ' ২জন ছাত্রছাত্রী। সংশোধিত ফলের আগে সংখ্যা ছিল ১শ' ৬৪ জন। পূর্বের মেধা তালিকায় নবম স্থান অধিকারিণী ফেরদৌসী হোসেন পলি সংশোধিত ফলে যুগ্মভাবে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। একাদশ স্থান অধিকারী ফয়সাল ইবনে রেজওয়ানও একাদশ স্থান থেকে উঠে এসেছে প্রথম স্থানে। এ দু'জনকে নিয়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করল মোট চারজন ছাত্রছাত্রী। সূত্র জানায় ওঠা-নামার এ খেলা বোর্ড কর্তৃপক্ষ দেশবাসীকে জানাতে চাচ্ছে না। কারণ ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের 'খ' সেটে গড়ে ৩৮ নম্বর প্রাপ্ত ৫৪ হাজার ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেকের অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে। ফেল করা অনেক ছাত্রছাত্রী পাস করেছে। স্টার নম্বর, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত প্রায় প্রত্যেকের অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে।

জানা যায়, এ পরিবর্তন প্রক্রিয়া আগামী দু'তিন মাস অব্যাহত থাকবে। কারণ শুধু ইংরেজী দ্বিতীয় পত্র নয়, অন্যান্য বিষয়ের খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন জানিয়েছে সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী। আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীদের ধারণা বোর্ড কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে খাতা পুনর্পরীক্ষণ করলে তারাও কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করবে।